তারিখ 08 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করেননি আদালত

না.গঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনা

- প্রধান শিক্ষক ও সংসদ সদস্য পরিস্থিতির শিকার : পুলিশ
- 'মাস্টারমাইন্ড' কে বা কারা তা প্রতিবেদনে উঠে আসেনি : হাইকোর্ট
- প্রতিবেদন বিষয়ে আদেশ ১০ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে লাঞ্ছনার ঘটনায় পুলিশের দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করেননি হাইকোর্ট। আদালত বলেছেন, এ ঘটনার 'মাস্টারমাইন্ড' কে বা কারা তা তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে আসেনি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে পুলিশের প্রতিবেদনের কোনো মিল নেই। আদালত আগামী ১০ আগস্ট প্রতিবেদন বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য করেছেন।

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাসের হাইকোর্ট বেঞ্চে গতকাল রবিবার ওই

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিবেদনটি আদালতে উপস্থাপন করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু।

পুলিশের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'প্রধান শিক্ষককে জনগণের রোষানল থেকে রক্ষার জন্য উত্তেজিত জনতার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কান ধরে উঠবোস করার ঘটনাটি আকস্মিকভাবে ঘটে। এ ঘটনার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত ও স্থানীয় সংসদ সদস্য এ কে এম সেলিম ওসমান দুজনই পরিস্থিতির শিকার।'

গত ১৩ মে ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে শ্যামল কান্তি ভক্তকে বিদ্যালয়ের ভেতরে অবরুদ্ধ করে মারধর করা হয়। পরে তাঁকে কান ধরে উঠবোস করানো হয়। ১৬ মে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি চারটি অভিযোগে শ্যামল কান্তি ভক্তকে সাময়িক বরখাস্ত করে। এ ঘটনায় সারা দেশে নিন্দার ঝড় ওঠে। এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হলে ১৮ মে তা হাইকোর্টের নজরে আনেন সুপ্রিম কোর্টের দুই আইনজীবী সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেন্যারেল এম কে রহমান ও অ্যাডভোকেট মহসীন রশিদ। এরপর আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদেশ দেন। আদেশে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা তিন দিনের মধ্যে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ওই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়। স্বরাষ্ট্রসচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসিকে দুই সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। ঘটনার পর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং শ্যামল কান্তি ভক্তকে স্বপদে বহাল রাখার ঘোষণা দেন। পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করেন। চিকিৎসা শেষে গত মাসে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন শ্যামল কান্তি ভক্ত।

লাঞ্ছনার ঘটনায় সে সময় বন্দর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। তদন্ত শেষে গত ৩ আগস্ট এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিম্ন আদালতে দাখিল করে পুলিশ। আদালত নথি ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ঘটনার বিষয়ে সত্যতা না পাওয়ায় তা নথিভুক্ত করা হয়। এরপর ওই প্রতিবেদন গতকাল হাইকোর্টে দাখিল করা হয়।

পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়, এক ছাত্রকে মারধর ও ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য গত ১৩ মে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভা হয়। সভা চলাকালে স্কুলে প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের বিচার হবে—এমন গুজব ছড়িয়ে পড়লে হাজারো মানুষ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো হয়। এ সময় উত্তেজিত জনতার কয়েকজন শ্যামল কান্তিকে লাঞ্ছিত করে। খবর পেয়ে বন্দর থানা পুলিশ, ইউএনও, এলাকার জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন। বিকেলে স্থানীয় সংসদ সদস্য এ কে এম সেলিম ওসমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে উত্তেজিত জনতা ফের ওই শিক্ষকের বিচারের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। তখন প্রধান শিক্ষককে জনতার রোষ থেকে রক্ষার জন্য উত্তেজিত জনতার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কান ধরে উঠবোস করার ঘটনাটি আকস্মিকভাবে ঘটে। এ ক্ষেত্রে শ্যামল কান্তি ভক্ত ও সংসদ সদস্য উভয়েই পরিস্থিতির শিকার।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ঘটনার বিষয়ে শ্যামল কান্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলে জানান, তিনি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য পরিস্থিতির শিকার। ফলে এ ঘটনায় তিনি কাউকে দোষী করছেন না, কারো বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগও নেই। এমনকি এ ঘটনায় তিনি আদালত বা পুলিশের কাছে কোনো অভিযোগ দাখিল করবেন না। শ্যামল কান্তিসহ ওই প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিরই কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। তাই এ বিষয়ে কারো বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি।

গতকাল এ প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপনের পর উপস্থিত সিনিয়র আইনজীবী সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট এম কে রহমান বলেন, এ প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রতিবেদন আদালত বিশ্বাস করলে এ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ ও তদন্তকারী সংস্থার প্রতি মানুষের আস্থা কমবে।

এ পর্যায়ে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের পর কেউ এ প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নারাজি আবেদন দেয়নি। এরপর এম কে রহমান বলেন, নারাজি আবেদন না দিলেও আদালতের উচিত ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় বিষয়টি বিবেচনা করা।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষে অ্যাডভোকেট জে আই খান পান্না আদালতে বলেন, শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনাটি বিভিন্ন পত্রিকায় এসেছে। পুলিশ প্রতিবেদনেও লাঞ্ছিত করার ঘটনার সত্যতা রয়েছে। কিন্তু পুলিশ প্রতিবেদন দিয়ে বলছে ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশের এই প্রতিবেদন নির্জলা মিথ্যা। এ পর্যায়ে আদালত বলেন, মাস্টারমাইন্ড কে বা কারা তা তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে আসেনি। পরে আদালত ১০ আগস্ট এ বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য করেন।